বারোজনের দল অপরিবর্তিত

চারমিনার শহরে ঝড় তোলার অপেক্ষায় টিম ইন্ডিয়া

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর ঃ তিতলি নিয়ে চিন্তার কালো মেঘ।

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসবে জল ঢালার আশঙ্কায় কপালে ভাঁজ পুজোপ্রেমীদের। ওড়িশায় আছড়ে পড়া যে ঝড়ে প্রভাবিত প্রতিবেশী অন্ধ্রপ্রদেশও। কালো মেঘ আর বৃষ্টির ভ্রুকুটি চারমিনার শহর হায়দরাবাদেও।

বিরিয়ানির শহর অবশ্য প্রকৃতির চোখ রাঙানি নয়, প্রহর গুণছে বিরাট ও তার ব্রিগেডের ঝোড়ো পারফরম্যান্সের। রাজকোটের পর হায়দরাবাদ, আগামীকাল শুরু দ্বিতীয় তথা সিরিজের অন্তিম টেস্টেও 'নির্মম' ক্রিকেটেই চোখ ভারতীয় দলের। রাজকোটে তিনদিনে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জয় এসেছে। হায়দরাবাদের জয়ের ব্যবধান বিরাটরা আরও বাড়াতে পারে কিনা, তা নিয়েই তর্ক–বিতর্ক।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ কাল পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামছে। গোড়ালির চোট কাটিয়ে ফিরছেন জেসন হোল্ডার। দেশ থেকে ফিরে দলে যোগ দিয়েছেন অভিজ্ঞ পেসার কেমর রোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে রোস্টন চেজ জানিয়েও দিলেন, হোল্ডার, রোচের উপস্থিতিতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা নামবেন। যদিও এনিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে নারাজ ভারতীয় দল। নয়া দৌড়ের সূচনায় রাজকোটে সাফল্য এসেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতির সঙ্গে নয়া দৌড়টাকে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর শাস্ত্রীরা।

বিরাট ও পৃথ্বী শা, দুজনের কাছেই থাকছে রেকর্ডের হাতছানি। ২৫ নম্বর সেঞ্চুরি করে ইনজামামকে স্পর্শ করার সুযোগ বিরাটের জন্য। রাজকোটে রাজকীয় অভিষেকের নায়ক পৃথ্বীর সামনে ফের সেঞ্চুরি করে একেবারে সৌরভ, আজহার, রোহিতদের এলিট ক্লাবে (প্রথম দুই টেস্টে শতরান) ঢুকে পড়ার সম্মান। মুম্বইয়ের বছর আঠারোর তরুণ তুর্কির টেম্পারামেন্ট তারিফ কুড়িয়েছে। বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে তুলনা হচ্ছে। যদিও বিরাট এদিন সতর্ক ভাষায় বলে দিলেন, এখনই হইচইয়ের কিছু নেই। পৃথ্বীকে নিজের মতো করে খেলতে দেওয়া হোক।

আজই বারোজনের দল ঘোষণা করে দিয়েছে ভারত। রাজকোটের বারোজনই অপরিবর্তিত। অর্থাৎ, অভিষেকের জন্য মায়াঙ্ক আগরওয়ালের অপেক্ষা লম্বা হচ্ছে। দুর্বল ক্যারিবিয়ান দল ও রাজকোটে অনায়াস জয়ের পর মনে করা হয়েছিল দলে একাধিক পরিবর্তন আনা হতে পারে। কিন্তু সে পথে হাঁটেনি থিঙ্কট্যাংক। লোকেশ রাহুল–পৃথ্বী ওপেনিং জুটির সঙ্গে মিডলঅর্ডারে চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, আজিঙ্কা রাহানে। ছয় নম্বরে ঋষভ পন্থ।

হায়দরাবাদ টেস্ট লোকেশের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। টেস্টে বারবার সুযোগ পেলেও, তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। নতুন ওপেনিং কম্বিনেশনে টেস্ট কেরিয়ারের নিম্নমুখী গ্রাফকে ঠিক করার মঞ্চ চলতি সিরিজ। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে পায়ের নীচের নড়বড়ে জমিটা শক্ত করে নিতে পারেন কিনা, চোখ থাকবে টিম ম্যানেজমেন্টেরও। রাজকোটে শূন্যতে আউট হওয়া রাহুল রান পেলে, চিন্তা কমবে শাস্ত্রী–বিরাটদের। একইভাবে সহ অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের ছন্দে ফেরাটাও জরুরি দলের জন্য।

বিরাট, পৃথ্বীদের রান পার্টিতে লোকেশ, রাহানেকে যোগ দিলে সমস্যা আরও ঘণীভূত হবে ক্যারিবিয়ান শিবিরে। অবশ্য হোল্ডার, রোচের উপস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে দলের বোলিং শক্তি অনেকটাই বাড়বে। কিন্তু তা সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহবধের জন্য যথেষ্ট কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে খোদ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমর্থকদের মধ্যেই। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অধিনায়ক হোল্ডার আবার ব্রায়ান লারার দলের প্রসঙ্গ টেনেছেন। যুক্তি দেখিয়েছেন, লারার দলও ভারত থেকে খালি হাতে ফিরেছে।

হোল্ডার যেটা এড়িয়ে গিয়েছেন, তা হল লারার দল হারলেও, এরকম অসম্মানের মুখোমুখি হয়নি। গত কয়েক বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট ঐতিহ্য যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তার কোনো উদাহরণ নেই। হোল্ডারকেও দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। ঝিমিয়ে পড়া দলকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে চাগিয়ে তুলতে, আর কীই–বা বলার আছে। কিন্তু এতে কী দল জাগবে? পারবে ফের তিন দিনে, ইনিংস হারের হুংকার সরিয়ে লড়াই ছুঁড়ে দিতে? উত্তরের অপেক্ষায় চারমিনার শহর।

বারোজনের দলে পরিবর্তন নেই। কালকের প্রথম একাদশেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। কুলদীপ নাকি শার্দূল ঠাকুর, প্রশ্নের জবাবে প্রথম জনের দিকে পাল্লা ভারী। রাজকোটে দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়া কুলদীপকে বসানোর পথে হয়তো হাঁটবে না টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু পরবর্তী অসি সফরের কথা মাথায় রাখলে পেস–রিজার্ভ বেঞ্চকেও পরখ করাটা জরুরি। বাইশ গজের পূর্বাভাসে তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজির ইঙ্গিত দিচ্ছে। শুরুতে রান, তৃতীয় দিন থেকে বল টার্ন করবে। অর্থাৎ, শুরুতে ব্যাটিং নিয়ে তিনজন স্পিনারদের দিকে চাপে ফেলার চেনা থিয়োরি। ফলস্বরূপ টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

হোল্ডার চাইবেন টসে জিতে বিরাটদের চাল গুলিয়ে দিতে। আত্মবিশ্বাসী, প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা কাটিয়ে টক্কর দেবে বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট দলের বিরুদ্ধে। বিরাটরা প্রস্তুত যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। প্রতিপক্ষ প্রত্যাঘাত করতে চাইলেও বিরাটের বিশ্বাস, সহজাত ক্রিকেটেই সেই চ্যালেঞ্জ সামলে, সাইনা–সিন্ধুদের শহরেও বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিতে অসুবিধা হবে না। ইতিহাস বলছে, ঘরের মাঠে শেষ তিন টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংসে হারিয়েছে। তিনটি টেস্ট মিলিয়ে মোট ৯দিন চলেছিল। হায়দরাবাদে এর ব্যতিক্রম হলে, সেটাই হবে অঘটন।

বারোজনের দল ঃ বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), পৃথ্বী শা, লোকেশ রাহুল, চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, উমেশ যাদব, মহম্মদ সামি, শার্দূল ঠাকুর।

পরিসংখ্যান ঃ

–ভারতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ তিনটি টেস্টে মোট ৯ দিন চলেছিল। তিনটি ম্যাচেই ইনিংসে হারে ক্যারিবিয়ানরা।

–রাজকোটে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বৃহত্তম ইনিংস ও ২৭২ ব্যবধানে জেতে ভারত।

–২০১৬–র পর ভারত মোট আটবার ইনিংসে ছশো প্লাস রান করেছে। বাকি দলগুলির সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও দুটি বেশি।

২৫তম জন্মদিনে বৃহস্পতিবার নতুন উপহার কুকুরছানা বেন্টলিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হার্দিক পান্ডিয়া

ক্যারিবিয়ান সিরিজ

ওয়ান ডে–র দলে ঢুকলেন ঋষভ

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর ঃ প্রত্যাশিতই ছিল। অবশেষে এল সুযোগ। ইংল্যান্ডে টেস্ট অভিষেক হওয়ার পর রাজকোটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভালো পারফর্ম করেছিলেন ঋষভ পন্থ। আজ সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। আগামী ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের দলে সুযোগ পেলেন তিনি। দীনেশ কার্তিকের বদলে ঋষভ ওয়ান ডে–র দলে সুযোগ পেলেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশে ঋষভও রয়েছেন। মনে করা হচ্ছে ঋষভকে ব্যাটসম্যান হিসেবে ২১ ও ২৪ অক্টোবরের জোড়া ওয়ান ডে–তে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুবনেশ্বর কুমার ও জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। চোটের কারণে দলে সুযোগ হয়নি কেদার যাদবের। নিজামের শহরে ঘোষিত ভারতীয় ওয়ান ডে দল এরকম ঃ **বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহঅধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, আম্বাতি রায়াডু, মণীশ পান্ডে, মহেন্দ্র সিং ধোনি, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, যুযবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সামি, খলিল আহমেদ ও শার্দূল ঠাকুর।**

আইসিসি–র প্রশংসায় কুম্বলে

মুম্বই, ১১ অক্টোবর ঃ গত কয়েক বছরে ক্রিকেট দুনিয়ায় অবৈধ বোলিং অ্যাকশন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নানা সময়ে বহু বোলারকে এই সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে। তবে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি যেভাবে অবৈধ বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে কাজ করেছে, তার ফলে সাম্প্রতিককালে এই সমস্যা অনেক কমেছে। মুম্বইয়ে আজ এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এভাবেই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। তিনি বলেছেন, 'সন্দেহজনক বা অবৈধ বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আইসিসি খুব সতর্কভাবে কাজ করেছে। যেভাবে ওরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে, তার ফলে সন্দেহজনক বা অবৈধ বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সমস্যা অনেকটাই কমেছে। আইসিসি–র এই উদ্যোগের প্রশংসা করতেই হবে।'

ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা ২ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর ঃ ইডেনে ৪ নভেম্বর ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি২০ ম্যাচের দু–দিন আগে হতে চলেছে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা। প্রাক্তন বোর্ড সভাপতির মৃত্যুর পর তৃতীয় বছরে পা দিতে চলেছে তাঁর নামের স্মারক বক্তৃতা। আগামী ২ নভেম্বর ইডেনেই এই স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের চেষ্টা চালাচ্ছে সিএবি। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফেই আজ এই খবর জানা গিয়েছে। তবে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতায় প্রধান বক্তা কে হবেন, রাত পর্যন্ত চূড়ান্ত নয়। গতবছর প্রথম বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক কপিলদেব ছিলেন প্রধান বক্তা। জানা গিয়েছে, এবার কোনো বিদেশি প্রধান বক্তা হতে চলেছেন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতায়।

সৌরভের সোনা

জাকার্তা , ১১ অক্টোবর ঃ যুব অলিম্পিকে শুটিংয়ে সোনা জিতলেন সৌরভ চৌধুরি। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে ২৪৪.২ স্কোর করে সোনার পদক জিতে নিলেন বছর ষোলোর সৌরভ। ফাইনালে ভারতীয় শুটার হারালেন দক্ষিণ কোরিয়ার সুং উইনোকে। এরআগে যুব বিশ্বকাপের মঞ্চে পদক জিতেছিলেন শাহু মানে, মেহলি ঘোষ, মানু ভাকর। গতকালই এই প্রতিযোগিতায় সোনা পান মনু ভাকের। ফাইনালে শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে শুরু করেন সৌরভ। এশিয়ান গেমসের পর ফের বিশ্ব মঞ্চে সোনা জিতলেন মিরাটের শুটার।

'পৃথ্বীকে নিজের মতো বাড়তে দিন'

অস্ট্রেলিয়া সফরেও বিরাটের ভরসা অশ্বীন–জাদেজা

রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন বোলিং নিয়ে নতুন পরিকল্পনায় অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর ঃ রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে অস্ট্রেলিয়া সফরেও তুরুপের তাস মানছেন বিরাট কোহলি। ভারত অধিনায়কের কথায়, বল নিয়ে নিয়মিত 'বিপ্লব' ঘটাচ্ছেন স্পিন জোড়া ফলা। বিশ্বাস, ঘরের মাঠেই শুধু নয়, ক্যাঙারুদের দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যা সমান কার্যকর হবে।

হায়দরাবাদ টেস্টের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট বলেন, 'দুজনের বোলিং দেখুন। রীতিমতো বিপ্লব ঘটাচ্ছে বল নিয়ে, যা বিদেশের মাটিতেও সমান কার্যকর হবে।' ইংরেজ স্পিনার মইন আলির প্রসঙ্গ টেনে বিরাট আরও বলেন, 'মইন আলির কথা বলা যেতে পারে। বলের গতিটা এমনভাবে ব্যবহার করে, ব্যাটসম্যানরা দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়। আমার মতে, ইংল্যান্ডে অ্যাশও (অশ্বীন) ভালো বল করেছে। গতিটা বাড়িয়েছে। জাড্ডুও পিচ ও বলের গতিকে দারুণভাবে ব্যবহার করে। যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোনো জায়গায় দুজনে দায়িত্ব সামলাতে সক্ষম।'

পৃথ্বী শাকে নিয়েও সতর্ক বিরাট কোহলি। বীরেন্দ্র শেহবাগ, শচীন তেন্ডুলকারদের সঙ্গে তুলনার একেবারে পক্ষপাতী নন। 'অসম্ভব প্রতিভাবান। রাজকোটে ওর দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি আমরা। তবে তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী নই। ওকে ওর মতো করে বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত। কারোর সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে। এমন কোনো পদক্ষেপ করা উচিত নয়, যাতে ও চাপে পড়ে যায়। ক্রিকেটটা উপভোগ করতে দিন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে সফল হবে, এই বিশ্বাস ছিল পৃথ্বীর উপর। প্রথম টেস্টের পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি করার ক্ষমতা রাখে। ক্রিকেট শিক্ষার্থী হিসেবে দুর্দান্ত। মাথাটা পরিষ্কার। ক্রিকেট নিয়ে ধারণা পরিষ্কার। আমরাও খুশি ওর জন্য,' বলে দিলেন বিরাট।

পৃথ্বী, ঋষভদের মতো তরুণ তুর্কিদের পরিণত ক্রিকেট–বোধের জন্য আইপিএল, 'এ' সফরকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারত অধিনায়ক। যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'কেরিয়ারের শুরুতেই দারুণ এক্সপোজার পেয়ে যাচ্ছে আইপিএল, 'এ' সফরের সুবাদে। তবে দেশের হয়ে খেলা আলাদা চাপ। ম্যাচের সকালে জাতীয় দলের টুপি পেয়ে প্রজাপতির মতো মন উড়লেও, হৃদয়ে একটা ধুকপুকানি থাকে। আমি নিশ্চিত, প্রত্যেকেই চাপটা অনুভব করে। তবে ১০–১৫ বছর আগে ক্রিকেটারদের কাছে কেরিয়ারের শুরুতে এমন সুযোগ ছিল না। সেদিক থেকে বর্তমান প্রজন্ম লাভবান আইপিএল, 'এ' দল থেকে।'

এদিকে, ভারতে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে ব্যবহৃত এসজি বল নিয়েও প্রশ্ন তুললেন বিরাট। কয়েকদিন আগে এসজি বলের গুণগত মান নিয়ে তোপ দেগেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আজ সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে বিরাট কার্যত এসজি বলকে বাতিল করে ডিউক বল ব্যবহারের হয়ে সওয়াল করে বলেন, 'এক সময় এসজি বলের গুণগত মান খুব ভালো ছিল। বুঝতে পারছি না, ক্রমাগত সেই মান কেন কমছে। পাঁচ ওভারের মধ্যেই বলের পালিশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যা আগে কখনও দেখিনি। সেদিক থেকে ডিউক, কোকাবুরা এখনও তাদের মান ধরে রেখেছে।'

ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত ডিউক বলকেই অগ্রাধিকার দিয়ে বিরাট বলেন, 'টেস্ট ম্যাচের ক্ষেত্রে আমার ভোট ডিউকের দিকে। পরিস্থিতি যদি কখনও সেরকম হয়, তাহলে আমি ডিউকের কথা বলব। ডিউক বলের মধ্যে ধারাবাহিকতা রয়েছে। সিমটা শক্ত ও উঠে থাকে। বোলারদের জন্য প্লাস পয়েন্ট। ফলে ম্যাচের পরিস্থিতি যেকোনো সময়ে বদলে দেওয়ার সুযোগ থাকে। তাছাড়া স্পিনারদের ক্ষেত্রেও বল শক্ত থাকলে সুবিধা হয়, বাড়তি গতি মেলে। কিন্তু উলটোটা হলে সমস্যা। এটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমি এনিয়ে সম্পূর্ণ একমত অ্যাশের সঙ্গে।' প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজে ডিউক বল ব্যবহৃত হয়। কোকাবুরা ব্যবহার হয় অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলিতে।

হায়দরাবাদ টেস্ট? প্রতিপক্ষকে সমীহ করে বিরাট বলেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রত্যাঘাতের জন্য মরিয়া থাকবে। তীব্র লড়াই করবে। তবে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য আমরা তৈরি। আশাবাদী, চ্যালেঞ্জ যেরকমই হোক না কেন, সহজাত ক্রিকেটে তার মোকাবিলা করতে পারব।'

প্রপিতামহের আসল নাম খুঁজছেন ধার্মিক বিশু

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর ঃ ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দু তিনি। বেশ ধার্মিকও। তাই ক্রিকেট যুদ্ধের মাঝে নিজের শিকড়ের কাছাকাছি এসে দারুণভাবে সেটাকে কাজে লাগাচ্ছেন দেবেন্দ্র বিশু। রাজকোটে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার মাঝে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা আখেরে ছিলেন গুজরাটি। কিন্তু সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছেন না প্রপিতামহের নাম না জানায়। হায়দরাবাদে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে গায়ানার এই লেগ স্পিনার জানাচ্ছিলেন মজাদার গল্পগুলো। বিশু বলছিলেন, 'আমাদের পুরোহিত আন্দাজ করেছিলেন গুজরাট থেকে আমার পূর্বপুরুষরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছেছিলেন। রাজকোটে খেলার সময় ব্যাপারটা সেরকমই লেগেছে। ওখানকার লোকজনের নাম ও সমুদ্রের পাশাপাশি নৌকা করে যাতায়াতের যেসব গল্প শুনেছি, তাতে যতদূর মনে হয় আমাদের পরিবার গুজরাটি। তবে বিশু আমাদের আসল পদবি নয়। ব্রিটিশরা ঠিকমতো উচ্চারণ না করতে পারার জেরেই ব্যাপারটা নির্ঘাত এরকম গুলিয়ে গিয়েছে। ঠাকুরদা তার বাবার প্রথম নামটা নিয়েছিলেন, যে ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছিলেন আমার বাবাও।'

বিশু ধার্মিক হলেও তাঁর মধ্যে কোনো গোঁড়ামো নেই। হোটেলের ঘরে ঢুকেই বিশু প্রথম খোঁজেন কোনদিকে সূর্য ওঠে যাতে তাঁর ছোটোখাটো মন্দিরটা তিনি স্থাপন করতে পারেন। তার স্ত্রী কিন্তু মুসলমান। হিন্দু রীতির পরে মুসলিম রীতিতে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিশুর ব্যাগে সবসময় শিব, গণেশ ও দূর্গামূর্তি থাকে। গায়ত্রী মন্ত্র ও হনুমান চালিসাও জপেন বিশু। আপাতত নবরাত্রি উপলক্ষ্যে আমিষ খাওয়া থেকেও বিরত আছেন। বিশু জানাচ্ছিলেন, 'কৃষ্ণ জয়ন্তী, হনুমান জয়ন্তী ও সাধারণত বৃহস্পতিবারে উপবাস করি। মা ছোটোবেলায় প্রতি রবিবার মন্দিরে নিয়ে যেত, তখন থেকে অভ্যাস শুরু। গায়ানাতেও ভারতের মতোই সবরকম হিন্দু উৎসবগুলো পালিত হয়।' ৭ বছর আগে কলকাতায় এসে শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের সঙ্গে গঙ্গাস্নানেও গিয়েছিলেন বিশু। অবশ্য তাঁর খেদ, হোলির সময়ে একবার ভারতে থাকলেও চেন্নাইয়ে সেবার চেনা আনন্দের মেজাজ চোখে পড়েনি তাঁর।

ড্র দুবাই টেস্ট

খোয়াজার ব্যাটে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন অস্ট্রেলিয়ার

দুবাই, ১১ অক্টোবর ঃ দুবাই টেস্টে নাটকীয় পটপরিবর্তন। টেস্টের পঞ্চম দিনে দুরন্ত লড়াই করে ম্যাচ ড্র করলেন অসি ব্যাটসম্যানরা। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৮ উইকেটে ৩৬২ রান। বিপক্ষের সাত উইকেট ফেলতে পারলেই টেস্ট জিতবেন, এমন সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়েও খালি হাতেই ফিরতে হল পাকিস্তানকে। নিশ্চিত হারের মুখ থেকে দলকে ড্রয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে জায়গার কৃতিত্ব মূলত দুজনের প্রথমজন অসি ওপেনার উসমান খোয়াজা এবং অপরজন অধিনায়ক টিম পেইন।

আগেরদিনই নিজের অর্ধশতরানে অপরাজিত ছিলেন। এদিন সেই জায়গা থেকেই দলের ভরসা হয়ে উঠলেন খোয়াজা। ১৪১ রানের মাথায় ইয়াসির শাহের বলে যখন এলবিডব্লিউ হয়ে তিনি সাজঘরে ফিরছেন তখন দল বিপদ অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। এদিন দলকে শুধু বাঁচালেনই না, সেইসঙ্গে গড়লেন নতুন নজিরও। খোয়াজার ৩০২ বলে ১৪১ উপমহাদেশের উইকেটে কোনো সফররত দলের ব্যাটসম্যানের এটাই চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। খোয়াজার অসম্পূর্ণ কাজটা পূরণ করেন ট্রাভিস হেড (৭২) এবং অধিনায়ক টিম পেইন (অপরাজিত ৬১)। জেতা ম্যাচ ড্র হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। ম্যাচ জিততে না পারার জন্য বোলারদের দায়ী করে তিনি বলেন, 'ম্যাচ ড্র করতে পারার জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব প্রাপ্য খোয়াজা, পেইন, হেডদের। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের বোলাররা মোটেই প্রত্যাশা অনুযায়ী বল করতে পারেনি।' উলটোদিকে, দুরন্ত কামব্যাকের পিছনে দলের লড়াকু মানসিকতাকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন অসি অধিনায়ক টিম পেইন। ম্যাচের সেরা হওয়া খোয়াজাও সেই সুরেই বলেন, 'আমরা সবসময় ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করেছি। সেই মানসিকতার প্রতিফলন আমাদের পারফরম্যান্সে ফুটে উঠেছে।'

পদক হাতছাড়া ঝাঝারিয়ার

প্যারা এশিয়াডে সোনা জয় শরদের, রুপো সুন্দরের

জাকার্তা, ১১ অক্টোবর ঃ এশিয়ান প্যারা গেমসের হাইজাম্পে সোনা জিতলেন ভারতের শরদ কুমার। এই নিয়ে টানা দুবার প্যারা এশিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ১.৯০ মিটার জাম্প করে প্যারা এশিয়াডে নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি। একই ইভেন্টে রুপো পান রিও প্যারাঅলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বরুণ ভাটি (১.৮২ মিটার)। অন্যদিকে, ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন প্যারাঅলিম্পিকজয়ী থাঙ্গাভেলু মারিয়াপ্পান (১.৬৭ মিটার)। হাইজাম্পের মতো জ্যাভলিনেও দাপট দেখালেন ভারতীয়রা। এই ইভেন্টে রুপো পেলেন ভারতের সুন্দর সিং গুর্জর। একই প্রতিযোগিতায় নেমে চতুর্থ হলেন দু'বারের প্যারাঅলিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলার দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। দেবেন্দ্রকে টপকে ব্রোঞ্জ জয় করলেন আর এক ভারতীয় জ্যাভলার রিঙ্কু হুডা।

বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার এফ ফর্টিসিক্স ক্যাটিগোরিতে জ্যাভলিন ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন সুন্দর, দেবেন্দ্ররা। নিজের পঞ্চম প্রয়াসে ৬১.৩৩ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করে রুপো নিশ্চিত করেন সুন্দর সিং। একই ইভেন্টে সোনা পান শ্রীলঙ্কার দীনেশ হেরাথ। ৬১.৮৪ মিটার ছুড়ে থ্রো করে নতুন গেমস রেকর্ড গড়েন এই লঙ্কান জ্যাভলার। সুন্দরের মতো পদক নিশ্চিত করেন আর এক ভারতীয় রিঙ্কু হুডাও (৬০.৯২ মিটার)। তবে দিনটা মোটেই সুখকর হল না প্যারাঅলিম্পিয়ান দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়ার জন্য। গতবারের রুপোজয়ী ৫৯.১৭ মিটার ছুড়ে করে এই ইভেন্টে চতুর্থ হন। অন্যদিকে, অ্যাথলিটিক্সের ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জ পান অভনীল কুমার।

হায়দরাবাদে স্বামী শোয়েব মালিকের সঙ্গে সানিয়া মির্জা।

বিজয় হাজারে

শেষ ম্যাচেও হার বাংলার

চেন্নাই, ১১ অক্টোবর ঃ প্রতিযোগিতা থেকে আগেই বিদায় হয়ে গিয়েছিল। আজ গ্রুপে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচেও হেরে গেল বাংলা। পার্থিব প্যাটেলের গুজরাটের কাছে ৪১ রানে হারলেন মনোজরা। চিপকে আজ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২১৪/৯ করেছিল গুজরাট। জবাবে ৪৪.২ ওভারে ১৭৩ রানে শেষ বাংলার ইনিংস। অভিমন্যু (২২), বিবেক সিং (১০), শ্রীবৎস গোস্বামী (২১), অধিনায়ক মনোজরা (৩৪) সবাই ব্যর্থ আজ। অবশ্য এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা দলের ব্যর্থতার ছবি বারবার ধরা পড়েছে। কখনও ব্যাটিং, আবার কখনও বোলিং ডুবিয়েছে দলকে। কোনো ম্যাচে আবার ক্রিকেটের সব বিভাগেই ব্যর্থ হয়েছেন মনোজরা। কেন এমন হাল হচ্ছে বাংলার অথবা সমস্যা সমাধানের উপায় কী– সেটাই এখন দেখার।

চাপ বাড়ছে ছন্দহীন রাহানের উপর

মুম্বই, ১১ অক্টোবর ঃ কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান তকমা ছিল তাঁর দখলে। আপাতত টেস্ট একাদশে নিজের স্থান ধরে রাখার শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে আজিঙ্কা রাহানে। ইংল্যান্ড সফরের শেষদিকে কিছুটা প্রত্যাশাপূরণ করলেও শুরুর টেস্টগুলোতে যেভাবে ব্যর্থ হয়েছেন ভারতের টেস্ট সহ অধিনায়ক, তাতে তাঁকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে হাজারো প্রশ্ন। কাউন্টিতে খারাপ ছন্দের জেরে ইংল্যান্ড সিরিজের আগে সবথেকে বেশি চাপটা ছিল চেতেশ্বর পূজারার উপরে। কিন্তু স্টান্স বদলে রানের ধারায় ফিরে নিজেকে ফের প্রমাণ করেছেন চিন্টু। রাহানে কিন্তু সেই কাজটা করতে ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছেন। পরিস্থিতি যে জায়গায়, তাতে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিঙ্কসের কাছে হয়ে উঠতে চলেছে অ্যাসিড টেস্ট।

২০১৬ সালে গড় ছিল চোখধাঁধানো ৫৪.৪১। তার আগের কিছু বছরে প্রত্যেকবার ৪৩–র বেশি গড়। রাহানে ক্রিজে থাকা মানেই ভারতীয় ড্রেসিংরুম ও সমর্থকদের মধ্যে একটা স্বস্তির আবহ, এটাই ছিল চেনা চিত্র। কিন্তু গত দু'বছরে যথাক্রমে ৩৪.৬২ ও ২৬.০৭–এ নেমে গিয়েছে রাহানের গড়। মাত্র ৭ বার অর্ধশতরান ও ২ বার শতরান করছেন। শেষ ৩৯ টেস্ট ইনিংসে মাত্র ৯০৭ রান এসেছে রাহানের ব্যাট থেকে। তাঁর ব্যাটিং স্টাইল বা আউট হওয়ার ক্ষেত্রে বারবার ধরা পড়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। টেস্ট দল থেকে নিয়মিত স্থানটা রাহানে খুইয়ে ফেলার পর থেকেই তাঁর ছন্দের গ্রাফটা নিম্নমুখী। একদিনের দলে তাঁর ব্যাটিং অর্ডারের ওঠা–নামার পরে পাকাপাকিভাবে তাঁকে বাদ দেওয়াটাও রাহানের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভারতীয় দলে যেভাবে নতুন তারকারা উঠে আসছেন, তাতে প্রাপ্ত সুযোগে নিজেকে মেলে ধরতে না পারলে রাহানের মতো ব্যাটসম্যানকে টেস্ট থেকেও জায়গা খোয়াতে হতে পারে। তাই ডাউন আন্ডারে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে ইংল্যান্ড সফরের মতো শুরুতে ব্যর্থ হয়ে পরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগটা হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে পাবেন না রাহানে।